আজকের কাগজ

তারিখ 19 DEC 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

53

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের তান্ডবলীলা

বিরানব্বইতে জাতি যখন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে বিজয় দিবস পালন করছিলো তখন একাত্তরের ঘাতক-দালাল আলবদর, আল-শামস বাহিনীর উত্তরসূরি শিবির নামধারী ঘাতকেরা একাত্তরের রাজাকার চেতনায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ জোহা হল সংলগ্ন গণকবরে রাকসু কর্তৃক নবনির্মিত এবং বিজয় দিবস অপরাহ্নে স্থাপিত নতুন স্মৃতিফলকটি রাতের আঁধারে গুড়িয়ে দেয়। জোহা হল উনসত্তরের অমর শহীদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন প্রক্টর ডঃ শামসুজ্জোহার স্মৃতির বাহক, ডঃ জোহাকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী উনসত্তর সালে গণআন্দোলনের সময় হত্যা করেছিলো, যে নির্মম হত্যাকান্ডের সংবাদে গণআন্দোলন পরিণত হয়েছিলো গণঅভ্যুত্থানে এবং ঘটেছিলো গণবিস্ফোরণ। পাকিস্তান সরকার বাধ্য হয়েছিলো তথাকথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' বন্ধ করতে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম ও অন্যান্য বন্দীদের মুক্তিদান করতে। সেই অমর শহীদ ডঃ শামসুজ্জোহার স্মৃতিধন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জোহা হলের পেছনে একাত্তর সালে পাকিস্তান বাহিনীর সর্ববৃহৎ বধ্যভূমি ছিলো, স্মরণীয় যে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবেরি হাউসে ছিলো পাকিস্তান বাহিনীর স্থানীয় সামরিক সদর দফতর, এই জুবেরি হাউসে মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে বহু লোককে ধরে নিয়ে আসা হতো এবং পরে জোহা হল সংলগ্ন এবং অন্যান্য বধ্যভূমিতে হত্যা করে ঐ গণকবরে সমাধিস্থ করা হতো। সেই গণকবরটি বর্তমানে জামাত-শিবিরের চক্ষুশূল কারণ তা সর্বদা একাত্তরকে স্মরণ করিয়ে দেয়, নতুন স্মৃতিফলক নতুনভাবে একাত্তরের কথা নতুন প্রজন্মকে মনে করিয়ে দেয় তাই এই ধ্বংস অভিযান!

'আজকের কাগজ'-এর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, স্বাধীন বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করার যে তৎপরতা পাকিস্তান বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের সময় চালিয়েছিলো তার অংশ হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ও কয়েকজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়েছিলো। এই বুদ্ধিজীবী হত্যার নীল নকশা প্রণয়ন করেছিলো দখলদার পাকিস্তান বাহিনীর এ দেশীয় দোসররা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী হত্যার পেছনে মূল উৎসাহদাতা ছিলেন আইন বিভাগের তদানীন্তন রিডার ডঃ জিল্লুর রহমান বলে অভিযোগে প্রকাশ। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনিই না-কি ছিলেন ইসলামী ছাত্র সংঘের (ইসলামী ছাত্র শিবিরের পাকিস্তানী নাম) জঙ্গী সদস্যদের নিয়ে গঠিত গেস্টাপো আল-বদর বাহিনীর প্রধান উপদেষ্টা। অভিযোগ যে ডঃ জিল্লুর রহমান প্রণীত নীল নকশা অনুযায়ী পাকিস্তান বাহিনী ও দোসর রাজাকার-আলবদর বাহিনী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষককে হত্যা করেছিলো। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষককে ধরে নিয়ে গিয়ে বোয়ালিয়া ক্লাবের কাছে পদ্মার পাড়ে এবং ডঃ শামসুজ্জোহা হলে হত্যা করা হয়। যেসব বুদ্ধিজীবী তখন এদের হাতে শহীদ হন তাঁদের মধ্যে ছিলেন, অধ্যাপক মীর আবদুল কাইয়ুম, অধ্যাপক মকবুল হক চৌধুরী, অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, অধ্যাপক সুখরঞ্জন সমাদ্দার প্রমুখ।

একাত্তরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জোহা হল ছিলো একাত্তরে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর একটি মিনি ক্যান্টনমেন্ট, রাজশাহীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাকিস্তানী হানাদার এবং তাদের দালাল রাজাকার, আলবদর, আল-শামস বাহিনী ও তথাকথিত শান্তি কমিটির সদস্যরা মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতাকামী মানুষকে হত্যা করতো এই জোহা হলে। এই জোহা হল সংলগ্ন গণকবরে ঐ হতভাগ্যদের মৃতদেহ মাটির নিচে চাপা দেয়া হতো পাইকারীভাবে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ স্মৃতি সংগ্রামশালায় একাত্তরের শহীদানের স্মৃতি সংরক্ষিত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভাস্কর্য 'সাবাস বাংলাদেশ' মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসৌধ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ জোহা হলের পেছনে অবস্থিত বাংলাদেশের স্বাধীনতায় আত্মোৎসর্গীকৃত মানুষের সবচেয়ে বড় বধ্যভূমি ও গণকবর। এই বধ্যভূমি ও গণকবরে স্থাপন্যের জন্যে সম্প্রতি রাকসু ও ঘাতক-দালাল নির্মূল সমন্বয় কমিটি একটি স্মৃতিফলক নির্মাণ করে, এ বছর বিজয় দিবসে বিকেল ৪টায় ঘাতক বাহিনীর হাতে নিহত মনোবিজ্ঞান বিভাগের শহীদ অধ্যাপক মীর আবদুল কাইয়ুমের স্ত্রী বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপিকা মাসতুরা খানম স্মৃতিফলকটির উন্মোচন করেছিলেন সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে প্রকাশ যে, "রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের ক্যান্টনমেন্ট হিসেবে পরিচিত জোহা হল থেকে ঐ দিন গভীর রাতে সশস্ত্র শিবিরকর্মীরা 'নারায়েতকবীর আল্লাহ আকবর' স্লোগান দিয়ে এই স্মৃতিফলকটি ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন।" প্রকাশ যে, এ বধ্যভূমিতে একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় নিহত প্রায় চার হাজার স্বাধীনতাকামী ছাত্র-যুবক-বুদ্ধিজীবী কৃষক ও শ্রমিকের গণকবর রয়েছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরান্নবই সালের বিজয় দিবস রাতে যে অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে গেলো তার দায়িত্ব রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও এড়াতে পারেন না। এই ঘটনার পেছনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একাংশের পরোক্ষ মদদ রয়েছে এমন অভিযোগও উঠেছে। ভবিষ্যতে যদি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শহীদ স্মৃতি সংগ্রাহশালা এবং ভাস্কর্য 'সাবাস বাংলাদেশ' ধ্বংসের জন্যে শিবির অভিযান চালায় তাহলে বিস্মিত হবার কিছু থাকবে না এবং তার দায়-দায়িত্বও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এড়াতে পারবেন না।

রাজশাহীর ঘটনায় একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তির মন-মানসিকতা এবং বিরানব্বাইতে তাদের উত্তরসুরি শক্তির মধ্যে তার সম্প্রসারণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ঐ ঘটনা থেকে এইটেই শিক্ষণীয় যে একাত্তরে যে শক্তি বাংলাদেশের মুক্তি, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম এবং মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধে লিপ্ত ছিলো বিরান্নবই সালেও তারা কতো তৎপর।